ইত্তেফাক

পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বেআইনিভাবে মেডিক্যাল টেকনোলজি কোর্স পরিচালনার অভিযোগ

৭৭টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বন্ধের নির্দেশ

॥ আবুল খায়ের ॥

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদফতর, বিএমডিসি, রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ, ফার্মেসি ও নার্সিং কাউন্সিলের অনুমোদন ছাড়াই মেডিক্যাল টেকনোলজির বিভিন্ন কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট কোর্স চালু করার অনুমোদন দিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত কারিগরি শিক্ষা বোর্ড মেডিক্যাল টেকনোলজি কোর্স চালু করার জন্য ৭৭টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দিয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান রাজধানীসহ বিভিন্ন শহরে গড়ে উঠেছে। স্বাস্থ্য প্রযুক্তি ও সেবা শিক্ষা কার্যক্রমের মত একটি জটিল বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে এই সকল প্রতিষ্ঠান কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। প্রতিষ্ঠানগুলো ইচ্ছামত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি এবং সার্টিফিকেট প্রদান করছে। স্বাস্থ্য অধিদফতর ও মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারা এর সত্যতা স্বীকার করেছেন।

গত ৮ মে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) ডাঃ এ এস এম মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তারা কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক মেডিক্যাল টেকনোলজির বিভিন্ন কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দেয়া নিয়ম বহির্ভূত ও বেআইনী বলে মতামত দেন। সভায় কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত মেডিক্যাল টেকনোলজির স্বাস্থ্য শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কোর্সসমূহ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অথচ এই সিদ্ধান্তের পরও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনপ্রাপ্ত কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মেডিক্যাল টেকনোলজির বিভিন্ন কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। সভায় কারিগরি শিক্ষা (২য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

৭৭টি কারিগরি

(প্রথম পৃঃ পর)

বোর্ড কর্তৃক মেডিক্যাল টেকনোলজির বিভিন্ন কোর্সে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রী এবং যারা পাস করেছেন তাদেরকে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অনুমোদন ব্যতীত ঐ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে কোন সার্টিফিকেট গ্রহণ করলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে গ্রহণ করা হবে না বলে কর্মকর্তারা অভিমত প্রকাশ করেন।

সভায় শিক্ষা সচিব বলেছেন, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড মেডিক্যাল টেকনোলজির বিভিন্ন কোর্স চালু করার ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন নেয়নি। স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (মেডিক্যাল এডুকেশন) সভায় জানান যে, চিকিৎসা শিক্ষা বিষয়ে যে কোন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিসহ বিএমডিসি, বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ, ফার্মেসি কাউন্সিল ও নার্সিং কাউন্সিলের অনুমোদন নেয়া বাধ্যতামূলক। বিএমডিসি এ্যাক্ট-১৯৮০-এর ৩১(১) ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, এই সকল প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ব্যতীত কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বাস্থ্য প্রযুক্তি ও সেবা শিক্ষা কার্যক্রম নামে চিকিৎসা শিক্ষা বিষয়ে কোর্স পরিচালনা করতে পারে না। ১৯৬২ সাল থেকে মেডিক্যাল টেকনোলজি কোর্সসমূহ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ পরিচালনা করে আসছে বলে পরিচালক জানান।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে সভায় জানানো হয় যে, কারিগরি শিক্ষার এ্যাক্ট-১৯৬৭ সালের ডি-এর ধারা অনুযায়ী মেডিক্যাল টেকনোলজির কোর্সসমূহের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কিন্তু উক্ত এ্যাক্টের ডি ধারায় সাত ক্যাটাগরির মধ্যে মেডিক্যাল টেকনোলজির কোন কোর্সের কথা উল্লেখ নেই বলে জানা গেছে।

সভায় আইন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড পূর্বপাকিস্তানের কারিগরি শিক্ষা ১৯৬৭ সালের এ্যাক্টের নির্ভিউশনের অপব্যাখ্যা করেছে। সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত স্বাস্থ্য চিকিৎসা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কোর্সসমূহ অবিলম্বে বন্ধ এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট বাতিল বলে গণ্য হবে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত কোন বিষয়ে কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং কোন কোর্স চালুর জন্য অনুমোদন প্রদান করতে পারবে না বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের নিয়ন্ত্রণে তিনটি সরকারি ও ২১টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মেডিক্যাল টেকনোলজির কোর্সসমূহ চালু রয়েছে।